দৈনিক বাংলা

তারিখ 8/02/89

মন্ত্রিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আবদুল মোমেন খান

জনাব আবদুল মোমেন খান ১৯১৫ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ ডিগ্রী লাভের পর ১৯৪২ সালে কলকাতার সরকারী কমার্শিয়াল কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন।

ছাত্র জীবনে তিনি ঢাকা জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি এবং ডাকসুর ফজলুল হক মুসলিম হল নির্বাহী কমিটির প্রথম স্পীকার ছিলেন সিভিল সার্ভিসে থাকাকালে পূর্ত সচিব, খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ সচিব, বাংলাদেশ পার্লামেন্ট সচিবালয়ের সচিবসহ বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কেবিনেট সচিব হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন। এরপর তিনি ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা হিসেবে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের স্থলে মন্ত্রি পরিষদ গঠন করা হলে তিনি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন।

তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন মিশন ও প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে বিশ্বের বহু দেশ সফর করেছেন।

তিনি তরুণ জীবন থেকেই বহু সমাজ কল্যাণ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি নরসিংদী মহকুমা সমাজকল্যাণ সমিতি, মহম্মদপুর সমবায় ব্যাংক, মৎস্যাবাদ ও হাউজিং সোসাইটিসহ এ ধরনের বহু সংগঠনের সভাপতি এবং বাংলাদেশ জাতীয় উইংভারস ল্যাংগের প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক। তিনি ছিলেন জাগোদলের কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির সদস্য, ঢাকা জেলা জাগোদলের আহবায়ক এবং ঢাকা জেলা জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান।

বর্তমানে তিনি বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য। তিনি ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিএনপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

জনাব এ এম খান বিবাহিত এবং এক পুত্র ও দুই কন্যার জনক।

কাজী আনোয়ারুল হক

কাজী আনোয়ারুল হক ১৯০৯ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। এবং পরের বছর ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসে সকল প্রার্থীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে এ সার্ভিসে যোগদান করেন।

জনাব হক ১৯৪৯ সালে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পদে উন্নীত হন।

তিনি ১৯৫০ সালে লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রশিক্ষণ স্কুলে পুলিশ প্রশাসনের উপর এবং ১৯৫৫ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে নিরাপত্তা সার্ভিস প্রশাসনের উপর প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেন।

জনাব হককে ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। তিনি ১৯৫৯ সালে জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর ডিরেক্টর, ১৯৬১ থেকে ৬৩ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চীফ সেক্রেটারী এবং ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৬৫ সালে তিনি সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেন। তিনি ১৯৬৫ থেকে ৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৯ সালে তিনি ঢাকায় ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়ন ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের আবাসিক পরিচালক, ইকুইটি পার্টিসিপেশন ফান্ডের চেয়ারম্যান এবং পিআইসি-আইসি-এর পরিচালক ছিলেন।

জনাব হক যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, যুগোস্লাভিয়া ও মধ্য-প্রাচ্য সফর করেছেন।

জ্বালানী মন্ত্রী নিযুক্ত হবার আগে তিনি পানি বিদ্যুৎ ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণমন্ত্রী, প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের পাট, ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।